49

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

মঙ্গলবার দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ঃ প্রয়োজনে হরতাল ডাকা হবে

ছাত্রদলের ডাকে আজ থেকে ঢাকা ভার্সিটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক ধর্মঘট

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ আজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু হচ্ছে। ছাত্রলীগ কর্তৃক সূর্যসেন হল দখলের প্রতিবাদ, সূর্যসেন হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের পুনরায় হলে উঠার ব্যবস্থা করা এবং ছাত্রলীগের দখলদারিত্ব নিরসনের দাবীতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এই অবিরাম ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস, পরীক্ষাসহ সকল কর্মকান্ড এ ধর্মঘটের আওতাভুক্ত থাকবে। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ থেকে লাগাতার ধর্মঘট ছাড়াও আগামীকাল অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ, আগামী মঙ্গলবার সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘট, বুধবার সকল জেলা সদর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ছাত্র সমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। সম্মেলনে ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল বলেন, প্রয়োজনে আমরা দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেবো। তারা বলেন, সরকারী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পুলিশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মুজিববাদী ছাত্রলীগের বহিরাগত চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা সূর্যসেন হল দখল করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এই সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন, সূর্যসেন হলে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢাকা ভার্সিটিতে ধর্মঘট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্র দল নেতারা বলেন, আমরা বর্তমান সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রতিবাদ করেছিলাম বলেই সরকার তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চাইছে। কিন্তু সকল নির্যাতনকে উপেক্ষা করে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবই। সূর্যসেন হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল থেকে সরকারী সন্ত্রাসী বাহিনী উচ্ছেদ করা না হলে আমরা সরকারবিরোধী কঠোর আন্দোলনের ডাক দেবো। সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র দল নেতা নাসিরুদ্দীন পিন্টু ও নাসিরুদ্দীন অসীম বক্তব্য রাখেন।

এদিকে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। সূর্যসেন হল ছাত্র লীগেরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে ছাত্র দল-ছাত্র লীগের মাঝে গতকাল কোন সমঝোতা বৈঠক হয়নি। পরিস্থিতি ক্রমেই অনিশ্চয়তার দিকে গড়াচ্ছে। এই অবস্থায় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী তার পূর্ব নির্ধারিত বিদেশ সফরের কর্মসূচী স্থগিত করেছেন। গতকাল তার বিদেশে যাবার কথা ছিল। তবে গতকাল তার সমঝোতা প্রচেষ্টায় যেন কিছুটা ভাটা পড়েছে। এদিকে, ছাত্র দল আজ থেকে কঠোর কর্মসূচী দিয়ে মাঠে নামছে। ছাত্র লীগের একটি দায়িত্বশীল সূত্র গত রাতে জানায়, ছাত্র দল লাগাতার ধর্মঘটের কর্মসূচী শুরু করলে সমঝোতা আলোচনার আর কোন সুযোগ থাকবে না। ছাত্র লীগ সূর্যসেন হলে তাদের অবস্থান আরো পাকাপোক্ত করছে। হল গেটে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম মুছে জাতীয় পতাকার মাঝে মরহুম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠে বিশাল আকারের ছবি আঁকা হয়েছে। তবে হলে এখনও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ছাত্র দল কেন্দ্রীয় কমিটি গতকাল দিনে ও রাতে দুই দফা জরুরী সভায় মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছে।

ক্রমেই ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে। আতংক বাড়ছে প্রতিদিন। সাধারণ ছাত্রদের অনেকেই হল ছেড়ে যাচ্ছে। পরীক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আরো উদ্যোগী ও সাহসী ভূমিকা কামনা করে।

গতকালের সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল লিখিত বক্তব্যে বলেন, বর্তমান আওয়ামী সরকার ক্ষমতাসীন হবার সাথে সাথে শুরু হয় পুলিশী সহায়তায় চর দখলের মত হল দখলের প্রক্রিয়া। বিনা উস্কানিতে ছাত্রলীগ দখল করে নেয় শহীদুল্লাহ হল, এফ রহমান হল, এফ এইচ হল, জহুরুল হক হল, এস এম হল, মুহসীন হল। হত্যার উদ্দেশ্যে টিয়ার সেলে আহত করা হয় ছাত্রদলের সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানিকে।

ছাত্রদের ক্ষত-বিক্ষত দেহের রক্তক্ষরণ দেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি, প্রক্টর, ৯টি হলের প্রভোস্ট একযোগে পদত্যাগ করেন। ৭৫ বৎসরের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনও এমন অমানিশার অন্ধকারে নিপতিত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনও এমন অভিভাবকহীন হয়ে পড়েনি। এই নির্যাতন নিপীড়নকে উপেক্ষা করে ছাত্রদল তার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দশ দফা সমঝোতা চুক্তি প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি চরম অশ্রদ্ধাশীল ছাত্রলীগ দানবীয় উল্লাসে সকল

শর্ত দুমড়ে-মুচড়ে দখলীকৃত হলগুলোতে সামন্ততান্ত্রিক দখলদারিত্ব অব্যাহত রাখে। প্রক্টরের অফিস কক্ষ থেকে ছাত্রলীগের সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা ছাত্রদলের মিছিলের উপর হামলা চালায়। কিছুদিন আগে ক্যাম্পাসে একটি পত্রিকার পাঠক সংসদের মিছিলে হামলা করা হলে ছাত্রদল সন্ত্রাসের প্রতিবাদে একটি সমাবেশ করলে তাতেও হামলা করা হয়। সেই ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল

ছাত্রলীগের দখলকৃত ৭টি হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা কলাভবন সংলগ্ন ৪টি হলে হলের প্রভোস্টদের অনুমতি নিয়ে অবস্থান করবে। সেভাবে সূর্যসেন, জিয়া, মুজিব এবং জসীম উদ্‌দীন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে বিতাড়িত ছাত্ররা অবস্থান করছিল। ছাত্রলীগ গত ২৩ জুলাই ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত এক নেতাকে উস্কে দিয়ে প্রথমে সাধারণ ছাত্র ও ছাত্রদল কর্মীদের মাঝে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সুযোগমত পুলিশী সহায়তায় সূর্যসেন হল দখল করে নেয়।

দখল করার পর অসংখ্য কক্ষ লুটপাট করে। ৩০ জুন ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে আহত করে। তারপরও শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রত্যাশায় আমরা ভিসিসহ সমযোতা বৈঠকে বসি। ছাত্রলের দাবীরে প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, দখলের পূর্বাবস্থায় সূর্যসেন হলকে ফিরিয়ে নিয়ে পরিবেশ পরিষদের বৈঠক বসে। বিভিন্ন হলে সকল সংগঠনের সহাবস্থানকে নিশ্চিত করা। কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ আর কথার বরখেলাপে চ্যাম্পিয়ন আওয়ামী লীগের যোগ্যসূরি ছাত্রলীগ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।

আমরা আলোচনা করে সূর্যসেন হলে গিয়ে দেখি, হল গেইটে পরিচয় পত্র চেক করছে ছাত্রলীগের অছাত্র সন্ত্রাসীরা। যারা বিভিন্ন সময়ে অস্ত্রসহ গ্রেফতার হবার পর কাউকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, কাউকে ভিসি সুপারিশে অস্ত্রসহ ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কাউকে পলাশী বাজার থেকে ছিনতাইকালে গ্রেফতার করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভিসি এবং পুলিশের উপস্থিতিতে তারা ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের অস্ত্রপ্রদর্শন ও হুমকি প্রদান অব্যাহত রাখে। আমরা ভিসিকে পরিবেশ তৈরী করার অনুরোধ জানিয়ে কর্মীদের নিয়ে সূর্যসেন হল থেকে ফিরে আসি। কিন্তু ভিসি সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন এবং সূর্যসেন হলে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন।